৮ম সেপ্টেম্বর, ২০২৪
পঞ্চাশত্তমীর পর ষোড়শ রবিবার
অনুধ্যান/ Theme:- বিশ্বাসের কাছে কোন কিছুই অসম্ভব নয়

যাত্রাপুস্তক ৪:১০-১৭
গীতসংহিতা ১২৪
ইফিষীয় ৬:১০-১৮
মার্ক ৯:১৪-২৯

আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের জন্য, পঞ্চাশত্তমীর পরে ষোড়শ রবিবার, আমরা একটি অনুধ্যান অন্বেষণ করতে একত্রিত হই যা আমাদের খ্রিস্টিয় পদচারণার বিশ্বাস ভিত্তি:। বাইবেল বারবার বিশ্বাসের শক্তি এবং গুরুত্বের উপর জোর দেয়, আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে যারা বিশ্বাস করে তাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। আজ, আমরা ধর্মগ্রন্থের দৃষ্টিসহায়ের মাধ্যমে এই সত্যের সন্ধান করব, যাত্রাপুস্তক ৪:১০-১৭, গীতসংহিতা ১২৪, ইফিষীয় ৬:১০-১৮, মার্ক ৯:১৪- এর উপর কেন্দ্র করে। আমরা বিশ্বাসের ধর্মতত্ত্ব বিবেচনা করব এবং কীভাবে এটি আমাদেরকে বাধা অতিক্রম করতে, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে এবং ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিগুলিতে আস্থা রাখতে শক্তি দেয়, সেগুলি যতই অসম্ভব মনে হোক না কেন।

১. বিশ্বাসের সংগ্রাম (যাত্রাপুস্তক ৪:১০-১৭)

যাত্রাপুস্তক ৪:১০-১৭ -এ, আমরা মোশির মুখোমুখি হই, একজন ব্যক্তি যাকে ঈশ্বর তাঁর লোকেদেরকে মিশরের দাসত্ব থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। এই ঈশ্বরিক আহ্বান সত্ত্বেও, মোশি সন্দেহ এবং নিরাপত্তাহীনতার সাথে লড়াই করে। তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রতিবাদ করেন, বলেন, "পরে মোশি সদাপ্রভুকে কহিলেন, হায় প্রভু! আমি বাক্ পটু নহি, ইহার পূর্বেও ছিলাম না, বা এই দাসের সহিত তোমার আলাপ করিবার পরেও নহি; কারণ আমি জড়মুখ ও জড়জিহবা।" (যাত্রাপুস্তক ৪:১০)। মোশির দ্বিধা আমাদের মধ্যে অনেকের মুখোমুখি হওয়া একটি সাধারণ সংগ্রামকে প্রতিফলিত করে - আমাদের নিজেদের ক্ষমতায় সন্দেহ এবং আমাদের মাধ্যমে কাজ করার জন্য ঈশ্বরের শক্তিতে বিশ্বাসের অভাব। মোশির প্রতি ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়া আশ্বস্ত এবং ক্ষমতায়ন উভয়ই। তিনি মোশিকে মনে করিয়ে দেন যে তিনি মানুষের ক্ষমতা সহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা: “সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, মনুষ্যের মুখ কে নির্মাণ করিয়াছে? আর বোবা, বধির, মুক্তচক্ষু বা অন্ধকে কে নির্মাণ করে? আমি সদাপ্রভুই কি করি না? এখন তুমি যাও; আমি তোমার মুখের সহবর্তী হইব, ও কি বলিতে হইবে, তোমাকে জানাইব।” (যাত্রাপুস্তক ৪:১১-১২)। ঈশ্বরের উত্তর বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে: এটি আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে নয় বরং ঈশ্বরের শক্তিতে বিশ্বাস করার বিষয়ে। ঈশ্বর যখন আমাদেরকে কোনো কাজের জন্য ডাকেন, তখন তিনি আমাদেরকে এর জন্য প্রস্তুত করেন। বিশ্বাসের জন্য আমাদের নিরাপত্তাহীনতার বাইরে যেতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে ঈশ্বর আমাদের যা প্রয়োজন তা প্রদান করবেন। মোশির শেষ আনুগত্য, তার প্রাথমে অনিচ্ছা সত্ত্বেও, দেখায় যে বিশ্বাস সন্দেহের অনুপস্থিতি নয় বরং তা সত্ত্বেও কাজ করার ইচ্ছা। এই অনুচ্ছেদটি আমাদের শেখায় যে আমরা যখন নিজের শক্তির পরিবর্তে ঈশ্বরের শক্তিতে বিশ্বাস করি, তখন কিছুই অসম্ভব নয়।

২. ঈশ্বরের সুরক্ষার নিশ্চয়তা (গীতসংহিতা ১২৪)

গীতসংহিতা ১২৪ হল ঈশ্বরের সুরক্ষা এবং মুক্তির জন্য ধন্যবাদের একটি গীত। গীতরচক ঘোষণা করেন, “যদি সদাপ্রভু আমাদের সপক্ষ না হইতেন, ইস্রায়েল ইহা বলুক, যদি সদাপ্রভু আমাদের সপক্ষ না হইতেন, যখন লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে উঠিয়াছিল, তখন তাহারা আমাদিগকে জীবদ্দশায় গ্রাস করিত,যখন আমাদের প্রতি তাহাদের ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হইত।“ (গীতসংহিতা ১২৪:১-৩)। এই গীত সেই আত্মবিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে যা জানার ফলে আসে যে ঈশ্বর আমাদের রক্ষাকর্তা, এমন এক আস্থা যা বিশ্বাসের

মধ্যে নিহিত। গীতরচকের কথাগুলি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে বিশ্বাস কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা নয় বরং আমাদের জীবনে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণে বিশ্বাস করা। বিশ্বাস আমাদের আশ্বস্ত করে যে ঈশ্বর আমাদের পাশে আছেন, আমাদের যুদ্ধে যুদ্ধ করছেন এবং ক্ষতি থেকে আমাদের রক্ষা করছেন। ঈশ্বরের সুরক্ষার উপর এই আস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে যখন আমরা এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হই যা অপ্রতিরোধ্য বা অসম্ভব বলে মনে হয়। গীতসংহিতা ১২৪-এর চিত্রগুলি হতাশাজনক পরিস্থিতির একটি ছবি আঁকে - জীবিত গ্রাস করা, বন্যার দ্বারা নিমজ্জিত এবং একটি ফাঁদে আটকা পড়া। তবুও, প্রতিটি পরিস্থিতিতে, ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করেন এবং তাঁর লোকেদের উদ্ধার করেন। এই গীত আমাদেরকে ঈশ্বরের সুরক্ষায় বিশ্বাস রাখতে উৎসাহিত করে, জেনে যে তিনি সর্বদা আমাদের সাথে আছেন, এমনকি সবচেয়ে বিপদজনক পরিস্থিতিতেও। যখন আমরা তাঁর প্রতিরক্ষামূলক যত্নের উপর আস্থা রাখি, তখন আমরা আত্মবিশ্বাসের সাথে যেকোনো চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারি, এই বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়।

৩. আধ্যাত্মিক যুদ্ধে বিশ্বাসের শক্তি (ইফিষীয় ৬:১০-১৮)

ইফিষীয় ৬:১০-১৮ এ, প্রেরিত পৌল বিশ্বাসীদেরকে "প্রভুতে এবং তাঁর শক্তির শক্তিতে বলবান হতে" (ইফিষীয় ৬:১০) পরামর্শ দেন। তিনি ঈশ্বরের বর্ম বর্ণনা করতে যান, আমরা আধ্যাত্মিক যুদ্ধে নিযুক্ত হওয়ার সাথে সাথে আমাদের কাছে উপলব্ধ আধ্যাত্মিক সংস্থানগুলির একটি রূপক। এই বর্মের কেন্দ্রবিন্দু হল " এই সকল ছাড়া বিশ্বাসের ঢালও গ্রহণ কর, যাহার দ্বারা তোমরা সেই পাপাত্মার সমস্ত অগ্নিবাণ নির্ব্বাণ করিতে পারিবে; " (ইফিষীয় ৬:১৬)। ঢাল হিসেবে বিশ্বাসকে পৌলের চিত্রিত করা তার প্রতিরক্ষামূলক শক্তির ওপর জোর দেয়। বিশ্বাস নিষ্ক্রিয় নয়; এটি শত্রু-দের আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি সক্রিয় প্রতিরক্ষা। যখন আমরা বিশ্বাসের ঢাল ধরে রাখি, তখন আমরা মূলত বলি, “আমি শত্রু-র মিথ্যার চেয়ে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিতে বেশি ভরসা করি। আমি যে হুমকির মুখোমুখি হই তার চেয়ে আমি ঈশ্বরের শক্তিতে বেশি বিশ্বাস করি।” এই ধরনের বিশ্বাস আমাদের আধ্যাত্মিক চ্যালেঞ্জের মুখে স্থিতিস্থাপক করে তোলে।

এই অনুচ্ছেদে উপস্থাপিত বিশ্বাসের ধর্মতত্ত্ব গভীর। এটি আমাদের শেখায় যে বিশ্বাস কেবল একটি বিশ্বাস নয় বরং একটি অবস্থান, জীবনযাপনের একটি উপায় যা অবিচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বরের শক্তি এবং প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস আমাদেরকে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে সক্ষম করে, আমরা যতই আধ্যাত্মিক যুদ্ধের মুখোমুখি হই না কেন। যখন আমরা ঈশ্বরের বর্ম পরিধান করি, বিশ্বাস দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত, আমরা আত্মবিশ্বাসের সাথে ঘোষণা করতে পারি যে যারা বিশ্বাসী তাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

৪. বিশ্বাসের অলৌকিক শক্তি (মার্ক ৯:১৪-২৯)

মার্ক ৯:১৪-২৯ এর গল্পটি বিশ্বাসের অলৌকিক শক্তির একটি উজ্জ্বল প্রদর্শন। শিষ্যরা আত্মাকে তাড়িয়ে দিতে ব্যর্থ হওয়ার পরে একজন পিতা তার ভূত-আক্রান্ত ছেলেকে যীশুর কাছে নিয়ে আসেন। পিতা, মরিয়া এবং তার বুদ্ধিমত্তার শেষে, যীশুর কাছে মিনতি করেন, বলেন, "যদি আপনি কিছু করতে পারেন, আমাদের প্রতি করুণা করুন এবং আমাদের সাহায্য করুন" (মার্ক ৯:২২)। যীশু বলেন: “যদি পারো! যে বিশ্বাস করে তার পক্ষে সবকিছুই সম্ভব" (মার্ক ৯:২৩)। পিতার তাৎক্ষণিক জবাব, “আমি বিশ্বাস করি; আমার অবিশ্বাসকে সাহায্য করুন!" (মার্ক ৯:২৪), আমাদের অনেকের সাথে অনুরণিত হয়। এটি বিশ্বাস এবং সন্দেহের মধ্যে উত্তেজনাকে প্রতিফলিত করে যা আমরা প্রায়শই অনুভব করি। কিন্তু যীশুর প্রতিক্রিয়া দেখায় যে এমনকি অসিদ্ধ বিশ্বাস - সন্দেহ মিশ্রিত বিশ্বাস - অলৌকিক পরিবর্তন আনতে যথেষ্ট শক্তিশালী। যীশু অশুচি আত্মাকে ছেলেটিকে ছেড়ে যাওয়ার আদেশ দেন এবং সে সুস্থ হয়। এই অনুচ্ছেদটি আমাদের শেখায় যে বিশ্বাসের শক্তি তার পরিপূর্ণতার মধ্যে নয় বরং এর উপস্থিতিতে রয়েছে। এমনকি বিশ্বাসের একটি সরিষার দানা, যেমন যীশু অন্যত্র শিক্ষা দেন, পাহাড়কে সরিয়ে দিতে পারে (মথি ১৭:২০)। পিতার কান্না, “আমি বিশ্বাস করি; আমার অবিশ্বাসকে সাহায্য কর,” এমন একটি প্রার্থনা যা আমাদের অনেকেরই প্রার্থনা করা প্রয়োজন। এটা স্বীকার করে যে আমাদের বিশ্বাস নিখুঁত নাও হতে পারে, কিন্তু যীশুর হাতে রাখা হলে তা যথেষ্ট। যখন আমরা বিশ্বাস অনুশীলন করি, এমনকি সন্দেহের মধ্যেও, আমরা আমাদের জীবনে কাজ করার জন্য ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তির দরজা খুলে দিই।

এখানে বাইবেলের কিছু উদাহরণ রয়েছে যা দেখায় যে বিশ্বাস কীভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করেছে:

১. সন্তানের জন্য আব্রাহাম এবং সারার বিশ্বাস (আদিপুস্তক ১৭:১৫-২১; ২১: ১- ১৭)

অব্রাহাম এবং সারার সন্তান জন্মদানের বয়স পেরিয়ে গিয়েছিল যখন ঈশ্বর তাদের একটি পুত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সারার বয়স ছিল ৯০ বছর এবং আব্রাহামের বয়স ছিল ১০০। তাদের বৃদ্ধ বয়স এবং সারার বন্ধ্যাত্ব সত্ত্বেও, তারা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি ধরে রেখেছিল। তাদের বিশ্বাস যা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল - তাদের বৃদ্ধ বয়সে একটি শিশু - একটি বাস্তবতা। আইজ্যাক জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং তার মাধ্যমে, ঈশ্বর আব্রাহামকে অনেক জাতির পিতা করার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছিলেন।

২. লোহিত সাগরের ক্রসিং (যাত্রাপুস্তক ১৪:২১-৩১)

ইস্রায়েলীয়রা যখন মিশর থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন তারা ফরৌনের অগ্রসরমান সেনাবাহিনী এবং লোহিত সাগরের মধ্যে আটকা পড়েছিল। এটি একটি অসম্ভব পরিস্থিতি বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু মোশি তাদের রক্ষা করার জন্য ঈশ্বরের শক্তিতে বিশ্বাস রেখে বিশ্বাস প্রয়োগ করেছিলেন। ঈশ্বর মোশিকে সমুদ্রের উপর তার হাত প্রসারিত করার আদেশ দিয়েছিলেন, এবং জল বিভাজিত হয়েছিল, ইস্রায়েলীয়দের শুকনো মাটির উপর দিয়ে চলার অনুমতি দিয়েছিল। সাগর তখন ইসরায়েলের পলায়ন নিশ্চিত করে তাড়া করা মিশরীয়দের উপর বন্ধ হয়ে যায়। বিশ্বাস একটি অসম্ভব পরিস্থিতিকে একটি অলৌকিক মুক্তিতে পরিণত করেছিল।

৩. যিরীহোর প্রাচীর (যিহোশূয় ৬:১-২০)

ইস্রায়েলীয়রা প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করার সময় সুরক্ষিত যিরীহো শহরের মুখোমুখি হয়েছিল। শহরের দেয়ালগুলি দুর্ভেদ্য বলে মনে হয়েছিল, এবং মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি জয় করা অসম্ভব ছিল। যাইহোক, যিহোশূয় এবং ইস্রায়েলীয়রা সাত দিন ধরে শহর প্রদক্ষিণ করার জন্য ঈশ্বরের অস্বাভাবিক নির্দেশ পালন করেছিল, সপ্তম দিনে শিঙা ফুঁকছিল এবং চিৎকার করেছিল। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় তাদের বিশ্বাস দেয়ালগুলোকে নামিয়ে এনেছিল, যার ফলে শহরটি দখল করা হয়েছিল।

৪. গলিয়াৎ এর উপর দায়ুদের বিজয় (১ শমূয়েল ১৭:৩২-৫০)

দায়ুদ, একজন তরুণ মেষপালক, গলিয়াৎ এর মুখোমুখি হয়েছিল, একজন দৈত্যাকার যোদ্ধা যিনি ইস্রায়েলীয় সেনাবাহিনীকে আতঙ্কিত করেছিলেন। গলিয়াৎ কে অজেয় মনে হয়েছিল, এবং কেউ তার সাথে লড়াই করার সাহস করেনি। যাইহোক, ঈশ্বরে দায়ুদের বিশ্বাস তাকে গলিয়াৎ এর মোকাবিলা করার সাহস জুগিয়েছিল। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, “প্রভু যিনি আমাকে সিংহের থাবা থেকে এবং ভাল্লুকের থাবা থেকে উদ্ধার করেছেন তিনি আমাকে এই পলেষ্টীয়ের হাত থেকে উদ্ধার করবেন” (১ শমূয়েল ১৭:৩৭)। শুধু একটি গুলতি এবং একটি পাথর দিয়ে, দাউদ গলিয়াৎ কে পরাজিত করেছিলেন, প্রমাণ করেছিলেন যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস এমনকি সবচেয়ে বড় বাধাগুলিকে অতিক্রম করতে পারে।

৫. এলিয় এবং সারিফতের বিধবা (১ রাজা ১৭:৮-১৬)

প্রচণ্ড খরার সময়, ঈশ্বর এলিয়কে সারিফতের এক বিধবার কাছে পাঠিয়েছিলেন। বিধবা অনাহারে মারা যাওয়ার আগে নিজের এবং তার ছেলের জন্য শেষ খাবার তৈরির জন্য তার শেষ ময়দা এবং তেল ব্যবহার করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এলিয় তাকে প্রথমে একটি ছোট কেক তৈরি করতে বলেছিলেন, প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে খরা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সরবরাহ শেষ হবে না। আপাত অসম্ভব হওয়া সত্ত্বেও, বিধবা বিশ্বাসের সাথে আনুগত্য করেছিল এবং তার ময়দা এবং তেল অলৌকিকভাবে সমস্ত খরার মধ্যে স্থায়ী হয়েছিল, তার, তার ছেলে এবং এলিয়ার জন্য জোগান দিয়েছিল।

৬. যীশু একজন শতপতি দাসকে সুস্থ করেন (মথি ৮:৫-১৩)

একজন রোমান শতপতি যীশুর কাছে এসে তার পক্ষাঘাতগ্রস্ত দাসের জন্য নিরাময় চেয়েছিলেন। শতপতি এই বলে তার বিশ্বাস প্রকাশ করেছিল যে যীশুর কেবল কথা বলবে এবং তার দাস সুস্থ হবে। যীশু শতপতির বিশ্বাসে আশ্চর্য হয়েছিলেন, ঘোষণা করেছিলেন, "সত্যি, আমি তোমাদের বলছি, ইস্রায়েলে আমি এমন বিশ্বাস খুঁজে পাইনি" (মথি ৮:১০)। যীশু যখন কথাটি বললেন, সেই মুহূর্তে চাকরটি সুস্থ হয়ে উঠল। শতপতির বিশ্বাস অসম্ভবকে সম্ভব করেছে।

৭. লাসারারের উত্থান (যোহন ১১:১-৪৪)

লাসার, যীশুর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, চার দিন আগেই মারা গিয়েছিল, যীশু যখন বেথানিয়াতে এসেছিলেন। তার বোন, মার্থা এবং মরিয়ম, শোকগ্রস্ত ছিলেন এবং ভেবেছিলেন যে এটি একটি অলৌকিক ঘটনার জন্য অনেক দেরি হয়ে গেছে। যাইহোক, যীশু মার্থাকে বলেছিলেন, "আমি কি তোমাকে বলিনি যে তুমি বিশ্বাস করলে, তুমি ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে?" (যোহন ১১:৪০)। মৃতদের মধ্য থেকে কাউকে পুনরুত্থিত করা অসম্ভব হওয়া সত্ত্বেও, যীশু লাসারকে সমাধি থেকে ডেকেছিলেন এবং লাসার জীবিত হয়ে উঠেছিলেন। এই অলৌকিক ঘটনাটি ছিল যীশুতে বিশ্বাসের শক্তির গভীর প্রদর্শন।

৮. পিতর জলের উপর হাঁটা (মথি ১৪:২২-৩৩)

যীশু যখন একটি নৌকায় তাঁর শিষ্যদের দিকে জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তখন পিতরকে জলে তাঁর কাছে আসতে বললেন। যীশু তাকে আমন্ত্রণ জানালেন, এবং পিতর বিশ্বাসের সাথে নৌকা থেকে নেমে যীশুর দিকে জলের উপর দিয়ে হাঁটলেন। যতক্ষণ পিতর যীশুর দিকে চোখ রেখেছিলেন, ততক্ষণ তিনি অসম্ভব কাজ করেছিলেন। কিন্তু, বাতাস ও ঢেউয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লে সে ডুবতে থাকে। যীশু তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে তাকে রক্ষা করলেন এবং বললেন, “ওহে অল্প বিশ্বাসী, কেন সন্দেহ করলে?” (মথি ১৪:৩১)। এই গল্পটি ব্যাখ্যা করে যে বিশ্বাস আমাদের অসাধ্য সাধন করতে দেয়, কিন্তু সন্দেহ আমাদের নিরাশ হতে পারে।

এই উদাহরণগুলি আপনার ধর্মোপদেশে বোনা হতে পারে বিশ্বাসের শক্তি এবং কীভাবে এটি বারবার অসম্ভব পরিস্থিতিকে ঈশ্বরের মহত্ত্বের সাক্ষ্যে পরিণত করেছে তা বোঝাতে। তারা শক্তিশালী অনুস্মারক হিসাবে পরিবেশন করে যে আমরা যখন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, তখন কোন বাধাই খুব বেশি নয় এবং কোন পরিস্থিতিই তাঁর মুক্তির ক্ষমতার বাইরে নয়।

সারাংশ-

"বিশ্বাসের জন্য কিছুই অসম্ভব নয়" অনুধ্যানটির প্রতি চিন্তা করার সময় আমরা দেখতে পাই যে বিশ্বাস শুধুমাত্র একটি বিশ্বাস নয় বরং একটি শক্তিশালী শক্তি যা আমাদের জীবনকে পরিবর্তন করতে পারে। মোশি, গীতরচক, পৌল এবং মার্কের সুসমাচার এ পিতার উদাহরণের মাধ্যমে আমরা শিখি যে বিশ্বাস আমাদের সন্দেহকে জয় করতে, ঈশ্বরের সুরক্ষায় বিশ্বাস রাখতে, আধ্যাত্মিক যুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে এবং অলৌকিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম করে। বিশ্বাস হল অসম্ভবকে সম্ভব করার চাবিকাঠি। এটি আমাদের সীমাবদ্ধতার বাইরে নিয়ে যায় এবং আমাদেরকে ঈশ্বরের সীমাহীন শক্তির সাথে সংযুক্ত করে। যদিও আমাদের বিশ্বাস সবসময় নিখুঁত নাও হতে পারে, আমরা যখন এটাকে ঈশ্বরের হাতে রাখি তখনই যথেষ্ট। তাই আসুন, আমরা এমন একটি বিশ্বাস গড়ে তুলি যে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা রাখে, তাঁর শক্তির উপর নির্ভর করে এবং অসম্ভবকে প্রত্যাশা করে। এটি করার মাধ্যমে, আমরা ঈশ্বরের শক্তিকে এমনভাবে কাজ করতে দেখব যা আমাদের কল্পনাকে ছাড়িয়ে যায়।

প্রার্থনা-

স্বর্গীয় পিতা, আমরা বিশ্বাসের উপহারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা কৃতজ্ঞ যে বিশ্বাসের মাধ্যমে, আমরা আমাদের জীবনে আপনার শক্তি এবং উপস্থিতি অনুভব করতে পারি। এমনকি যখন আমরা সন্দেহ এবং চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হই তখনও আপনার উপর সম্পূর্ণরূপে আস্থা রাখতে আমাদের সাহায্য করুন। আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করুন যাতে আমরা পরীক্ষার মুখে দৃঢ় থাকতে পারি এবং অসম্ভবকে বিশ্বাস করতে পারি। আমাদের জীবন সত্যের প্রমাণ হোক যে বিশ্বাসীদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। যীশুর নামে, আমরা প্রার্থনা করি। আমেন।